আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: রাজশাহী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ১০ নভেম্বর, ২০১৯ **বুলেটিন নং ৯২**	**১০ নভেম্বর হতে ১৪ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন**

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (০৬ নভেম্বর হতে ০৯ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	০৬ নভেম্বর	০৭ নভেম্বর	০৮ নভেম্বর	০৯ নভেম্বর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	০.০	০.০	সামান্য	৩.০	০.০-৩.০ (৩.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.০	২৯.৫	২৫.৩	২৫.৩	২৫.৩-৩০.০
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৭.৮	১৭.২	১৯.৮	২২.৬	১৭.২-২২.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৫৪.০-৯৭.০	৬২.০-৯৮.০	৪২.০-৯৮.০	৫৩.০-৯৫.০	৪২.০-৯৮.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	১.৯	১.৯	৩.৭	১.৯-৩.৭
মেঘের পরিমান (অষ্টা)	১	০	০	৫	০-৫
বাতাসের দিক	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
১০ নভেম্বর হতে ১৪ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-০.০ (০.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৯.৪-৩১.১
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	১৫.২-২৩.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৪৭.০-৭১.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৪.৩-৯.৪
মেঘের পরিমান (অষ্টা)	পরিষ্কার আকাশ
বাতাসের দিক	উত্তর /উত্তর-পশ্চিম

দণ্ডায়মান ফসলের স্তর

ফসল	স্তর
আমন ধান	ফুল থেকে সংগ্রহ পর্যায়
সবজি	বপন/বাড়ন্ত/ফল পর্যায়

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

আমন ধান :

- পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ করার ১৫ দিন আগে জমি থেকে সম্পূর্ণভাবে পানি নিষ্কাশন করুন।
- ৮০% ফসল পরিপক্ক হয়ে গেলে ফসল সংগ্রহ করুন। সংগ্রহের সময় কালো শীষ পাওয়া গেলে পুড়িয়ে ফেলুন।
- সেচ দিন এবং ফুল থেকে শক্ত দানা পর্যায় পর্যন্ত জমিতে পানির স্তর ২-৫ সেমি বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে ক্লোরোপাইরিফস অথবা ম্যালাথিয়ন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া ও খোল পচা রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলি হারে হেক্সাকোনাজল অথবা টেবুকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিম্নলিখিত হারে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন:
    - কার্বোফুরান@১০কেজি/হেক্টর অথবা কারটাপ@১৪কেজি/হেক্টর অথবা ফিপ্রোনিল@১মিলি/লিটার পানি অথবা ডায়াজিনন@১৭কেজি/হেক্টর
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিলে থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- বাদামী দাগ রোগ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ম্যানকোজেব অথবা থিওভিট+পটাশ প্রয়োগ করুন।
- থোড় পর্যায়ে ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণে এডব্লিউডি পদ্ধতি অনুসরণ করুন। প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসেবে প্রতি লিটার পানিতে ০.৬ গ্রাম নাটিভো ৭৫ ডব্লিউজি/ ট্রুপার অথবা ১ মিলি এমিস্টার টপ ৩২৫ এসপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। কার্যকরভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণে বেলা ৩.০০ টার পর বালাইনাশক স্প্রে করুন। রোগের মাত্রা অনুযায়ী ১০-১২ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।
- দানা গঠন পর্যায়ে গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম আইসোপ্রোকার্ব বা ২.৫ গ্রাম ইমিডাক্লোরোপিড মিশিয়ে স্প্রে করুন। গান্ধী পোকার আক্রমণ হলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- জমিতে ইঁদুরের গর্ত চোখে পড়লে ফাঁদ বা বিষটোপ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করুন।

সবজি:

- সেচ প্রদান করুন।
- ফুলকপি, বাঁধাকপিতে কালো পচা রোগ দেখা দিলে ১০ লিটার পানিতে ১ গ্রাম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বেগুন , টমেটো ও ঢেঁড়শে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি হেক্টর জমিতে ২০ টি করে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- পেঁপের ছাতরা পোকা আক্রমণ করলে আক্রান্ত অংশ/গাছ তুলে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কাছাকাছি পিঁপড়ার ঢিবি থাকলে ধ্বংস করতে হবে।

বোরো ধান:

- বোরো ধানের বীজতলা তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করুন। দুর্যোগপ্রবণ সময় হওয়ায় উঁচু জায়গায় বীজতলা তৈরি করুন এবং জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। সমবায়ভিত্তিক বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- অনুমোদিত জাতের বীজ ব্যবহার করুন।
- রোগবালাই এর ঝুঁকি কমিয়ে আনতে প্রয়োজন অনুযায়ী বীজ শোধন করুন।
- দোআঁশ ও এটেল মাটি বোরো ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।
- দুই বীজতলার মাঝখানে নালা তৈরি করুন। এটি পানি নিষ্কাশন ও সেচ প্রদানের জন্য কাজে লাগবে।
- পাখি যাতে বীজ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে হবে। বীজতলায় পানির স্তর ২-৩ সেমি বজায় রাখুন যাতে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পাখি বীজ নষ্ট করতে না পারে।
- বীতলার চারা হলুদ হয়ে গেলে প্রতি বর্গ কিলোমিটার জমিতে ৭ গ্রাম হারে ইউরিয়া প্রয়োগ করুন।

সরিষা:

- বর্তমান আবহাওয়া সরিষার জমি তৈরি ও বিজ বপনের জন্য আদর্শ। বেলে দোআঁশ অথবা দোআঁশ মাটিতে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত বীজ বপন অব্যাহত রাখুন।
- বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা যেতে পারে। যদি সারিতে বপন করা হয় তাহলে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৩০ সেমি। বীজের অংকুরোদগমের জন্য মাটির প্রয়োজনীয আর্দ্রতা রয়েছে কি না তা দেখে নিতে হবে।
- ভারি বৃষ্টির সময় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন ও প্রয়োজনীয় সেচ প্রদানের সুবিধার্থে জমির চারপাশে নালা তৈরি করুন।
- বীজ বপনের আগে প্রতি হেক্টরে ১২০-১৫০ কেজি ইউরিয়া, ১৭০-১৮০ কেজি টিএসপি এবং ৮৫-১০০ কেজি এমওপি ও ৮-১০ কেজি গোবর প্রয়োগ করুন। সার প্রয়োগের জন্য মাটিতে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা থাকতে হবে। বপনের সময় মাটির আর্দ্রতা কম থাকলে ১০-১৫ দিন পর হালকা সেচ প্রদান করুন।
- বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর আগাছা নিধন করুন।
- আগামী কয়েক দিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই, কাজেই বপনের ২০-২৫ দিন পর প্রথম সেচ দিন।

ভুট্টা:

- রবি ভুট্টার জন্য জমি তৈরি ও বপন শুরু করুন। জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। ভুট্টা সারিতে বপন করতে হবে এবং সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি।
- ভুট্টা চাষের জন্য বেলে দোআঁশ মাটি নির্বাচন করুন।
- জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে, হাইব্রিড ভুট্টার জন্য প্রতি হেক্টরে ১৬৬.৬-১৮৩.৩ কেজি ইউরিয়া, ২৪০-২৬০ কেজি টিএসপি, ১৮০-২০০ কেজি এমওপি এবং ৪ টন গোবর প্রয়োগ করুন।
- আগামী কয়েক দিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই কাজেই বপনের ১৫-২০ দিন পর প্রথম সেচ এবং ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয় সেচ প্রদান করুন।
- বীজ বপনের ৩০ দিন পর অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলুন।
- বীজ বপনের পর ৩০ দিন পর্যন্ত আগাছা নিধন করুন।

মসুর:

- সুনিষ্কাশিত দোআঁশ/বেলে দোআঁশ/এঁটেল মাটিতে মসুর চাষ করুন।
- বপনের আগে প্রোভেক্স-২০০ (কার্বোজিন+থিরাম) দিয়ে বীজ শোধন করে নিন (২.৫ গ্রাম/কেজি হারে)। এর ফলে বীজ ও চারা পচা রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।
- বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২৫-৩০ সেমি।

- জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে হাইব্রিড ভুট্টার জন্য প্রতি হেক্টরে ৪০-৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৮০-৯০ কেজি টিএসপি ও ৩০-৪০ কেজি এমওপি প্রয়োগ করুন।
- বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর আগাছা নিধন করুন।

আলু:

- আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা আলুর জমি তৈরি ও আলু লাগানোর জন্য আদর্শ। নির্ভরযোগ্য জায়গা থেকে অনুমোদিত জাতের বীজ সংগ্রহ করে জমিতে লাগাতে হবে।
- আলু চাষের জন্য জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বেলে দোআঁশ মাটি নির্বাচন করুন।
- আগামী কয়েক দিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই কাজেই জমি প্রস্তুতি অব্যাহত রাখুন। জমিত ভালোভাবে চাষ দিতে হবে যাতে সেচের পানি সম্পূর্ণ জমিতে পৌঁছায় এবংমাটির আর্দ্রতা যথাযথভাবে বজায় থাকে।
- বপনের আগে ১ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে কন্দগুলো ১০ মিনিট শোধন করে নিতে হবে।
- লাল পিপড়া ও কাটুই পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বিঘায় ২ কেজি হারে থিমেট ১০জি অথবা ম্যালাথিয়ন ৫% ডাস্ট প্রয়োগ করুন।
- জমি প্রস্তুতির শেষ ধাপে প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি গোবর এবং ১০ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করুন। চারা রোপণের পর প্রতি হেক্টর জমিতে ১৬২.৫-১৭৫.০ কেজি ইউরিয়া, ২০০-২২০ কেজি টিএসপি, ২২০-২৫০ কেজি এমওপি, ১০০-১২০ কেজি জিপসাম সারির দুই পাশের মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা সার প্রয়োগের জন্য আদর্শ।
- আগামী কয়েকদিন বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সেচ প্রয়োগ করুন। জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

উদ্যান ফসল:

আবহাওয়ার বর্তমান অবস্থা বিভিন্ন উদ্যান ফসল যেমন পেঁপে, আম, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি লাগানোর জন্য আদর্শ। কাজেই এসব অবিলম্বে লাগানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হলো। কচি ফল গাছে সেচ প্রদান করুন।

গবাদি পশু:

- রাতের তাপমাত্রা কমে আসছে। নিউমোনিয়া থেকে সুরক্ষায় সকালে ও সন্ধ্যায় দুগ্ধবতী গাভী ও বাছুরকে চটের বস্তা দিয়ে জড়িয়ে দিন।
- তরকা, পিপিআর ও খুরা রোগ থেকে রক্ষায় গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা দিন।
- গোয়াল ঘরের চালা ও মেঝে পরিষ্কার রাখুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক দিন।
- তাজা ঘাস ও সুষম খাবার খাওয়ান।

হাঁসমুরগী:

- পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে এক সপ্তাহের বাচ্চাকে রানীক্ষেত রোগের এবং দুই সপ্তাহের বাচ্চাকে গামবোরো রোগের টীকা দেওয়া যেতে পারে।
- সপ্তাহে দুই দিন থাকার জায়গা পরিষ্কার করুন।
- চার পাশে চটের ব্যাগ বা প্লাস্টিকের পর্দা দিয়ে ঠান্ডা বাতাস থেকে মুরগীর বাচ্চাকে রক্ষা করুন।
- মুরগীর খোয়াড়ে সন্ধ্যার পর ১-২ ঘণ্টা বাল্ব জ্বালিয়ে রাখলে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং রোগ বালাই কমে যাবে।

মৎস্য:

পুকুরে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দিলে

- পিএইচ দেখে প্রয়োজন অনুযায়ী চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের তলদেশ থেকে জলজ আগাছা তুলে ফেলুন।
- চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করুন।
- পুকুরের পানি নেড়ে দিন।
- রৌদ্রজ্জ্বল দিনে খাবার দিন।